

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

গাউসে পাকের

ইবাদত ও রিযাযত

16-November-2021



গিয়ারবী শরীফের সূন্নাতে ভরা ইজতিমার

সূন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

وَعَلَى إِلِكْ وَأَصْحِبِكْ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

وَعَلَى إِلِكْ وَأَصْحِبِكْ يَا نُوْرَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাকের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাকের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাকের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাকের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাকের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করণ অতঃপর যা ইচ্ছা করণ (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:

أَوْ لَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ
সবচেয়ে বেশি আমার নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তি হবে, যে সবচেয়ে বেশি আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে। (তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ২/২৭, হাদীস ৪৮৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: **أَفْضَلُ الْعَمَلِ النَّبِيَّةُ الصَّادِقَةُ** অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বয়ানের মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **الْحَمْدُ لِلَّهِ** রবিউল আখির মাস চলছে আর এই মাসটি শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** এর সাথে সম্পর্কিত, তাই আজ আমাদের বয়ানের বিষয়বস্তু হলো “হুযুর গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** এর ইবাদত ও রিয়াযত।” আজকের বয়ানে আমরা হুযুর গাউসে পাক **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** এর ইবাদত ও রিয়াযত, তাঁর ইবাদতের আধিক্য, ইবাদতের উপর অটলতা এবং শয়তানের পক্ষ থেকে তাঁর মোকাবেলা করা ও তাঁর চরিত্রের ব্যাপারে আরো শুনবো। ভালো ভালো নিয়্যত করে মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনার চেষ্টা করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বড় বড় চুম্ব বিশিষ্ট লোক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সূন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর পুস্তিকা “সাপের বেশে জিন” থেকে একটি ভয়ানক ঘটনা শুনুন এবং গাউসে পাক **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এর ইবাদতে অটলতার উপর ভক্তি রেখে মাথা নত করে দিন। যেমনিটি হুযুর শাহানশাহে বাগদাদ হুযুর গাউসে পাক **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বলেন: “একদা আমি জামে মনছুরে নামায রত ছিলাম, এমন সময় একটি সাপ এসে গেলো আর সে আমার সিজদার জায়গায় মাথা রেখে মুখ খুলে দিলো। আমি সেটাকে সরিয়ে সিজদা আদায় করলাম কিন্তু সেটা আমার ঘাড় বেয়ে এক আঙ্গিন দিয়ে প্রবেশ করে অন্য আঙ্গিনের ভিতর দিয়ে বের হয়ে আসলো, নামায সম্পন্ন করার পর যখন আমি সালাম ফিরলাম তখন সে অদৃশ্য হয়ে গেলো। ২য় দিন যখন আমি আবার ঐ মসজিদে প্রবেশ করলাম তখন বড় বড় চোখ বিশিষ্ট একজন মানুষ আমার দৃষ্টিগোছর হলো, আমি তাকে দেখে অনুমান করলাম যে, এই লোকটি মানুষ নয় বরং কোন জিন হবে। সেই জিন আমাকে বলতে লাগলো: আমি আপনাকে ব্যঘাত সৃষ্টিকারী সেই সাপ। আমি সাপের আকৃতিতে অনেক আউলিয়ায়ে কিরাম **رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ** কে পরীক্ষা করেছিলাম, কিন্তু আপনার মতো অবিচল কাউকে পাইনি। অতঃপর ঐ জিন তাঁর হাত মোবারকের উপর হাত রেখে তাওবা করে নিলো। (বাহজাতুল আসরার, ১৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের কামিল মুরশিদ, শাহানশাহে বাগদাদ, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এর কতইনা মহান শান! সাপ নামাযের অবস্থায় তাঁর সামনে এসে গেলো এবং সিজদার জায়গায় বসে গেলো কিন্তু তিনি **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** নামায অব্যাহত

রাখেন। হায়! অপরদিকে আমাদের নামাযের অবস্থা এমন যে, নামাযে আমরা শারীরিকভাবে তো মসজিদে থাকি কিন্তু মানসিকভাবে অন্য কোথাও, কেউ নিজের ব্যবসায় লেগে থাকে, কারো ধ্যান নিজের কাজের দিকে হয়ে থাকে, কেউ নিজের পারিবারিক সমস্যায় হারিয়ে যায়, হায়! আমাদেরও যেনো একাগ্রতার সহিত নামায পড়ার তৌফিক নসীব হয়ে যায়। এই ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো, জ্বিনেরাও আমাদের গাউসে আযম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে যায়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

আসুন! হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর জীবনের কিছু দিকের ব্যাপারে শুনি।

গাউসে আযমের উপাধী ও তাঁর পিতামাতার নাম

হযরত গাউসুল আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর সৌভাগ্য মন্ডিত জন্ম ১লা রমযান ৪৭০হিঃ জুমা মুবারকে জিলানে হয়েছে। তাঁর উপনাম হলো মুহাম্মদ ও মুহিউদ্দীন, মাহবুবে সুবহানি, গাউসে আযম, গাউসে সাকালাইন ইত্যাদি হলো তার উপাধী। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম হযরত আবু সালাহ মুসা জঙ্গী দোস্ত رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ও সম্মানিতা আম্মাজানের নাম উম্মুল খায়ের ফাতেমা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا, তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ পিতার দিক দিয়ে হাসানী আর সম্মানিতা মায়ের দিক দিয়ে হোসাইনী সৈয়দ।

মুবারক আকৃতি

তাঁর মুবারক আকৃতির ব্যাপারে হযরত শায়খ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ কুদামা মাকদাসী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের ইমাম

শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী, কুতুবে রাব্বানী, গাউসে সামাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ক্ষীণ শরীর, মধ্যম উচ্চতা, প্রশস্ত বুক, চাওড়া দাঁড়ি এবং লম্বা গর্দান, বাদামী রং, মিলিত দ্রু, কালো চক্ষু, উচ্চ আওয়াজ এবং অনেক জ্ঞান ও অনুগ্রহ ছিলো। (বাহজাতুল আসরার, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইশার অযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেন:

শায়খ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবুল ফাতেহ হারভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী, কুতুবে রাব্বানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চল্লিশ বছর পর্যন্ত খেদমত করেছি, এই সময়ে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইশার অযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করতেন এবং তাঁর অভ্যাস ছিলো, যখনই অযু ভঙ্গ হতো তবে সাথে সাথেই অযু করে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে নিতেন। (বাহজাতুল আসরার, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের গাউসে পাকের অভ্যাস ছিলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখনই অযু করতেন তখন দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিতেন, হাদীসে পাকে অযুর পর দুই রাকাত নফল নামায পড়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, আপনারাও শুনে নিন।

একবার রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হযরত বিলাল رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: “হে বিলাল! এমন কি কারণ যে, আমি জান্নাতে তাশরীফ নিয়ে গেলাম তখন তোমাকে আমার সামনে সামনে যেতে দেখলাম।” আরয় করলেন: ইয়া রাসূলান্নাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমি যখনই অযু করি, দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিই। ইরশাদ করলেন: এটাই কারণ!

(বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, ১/৩৯০, হাদীস ১১৪৯)

এই বর্ণনা দ্বারা জানা গেলো, “তাহিয়্যাতুল অযু” আদায় করার অনেক বড় ফযীলত রয়েছে, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** “৭২টি নেক আমল” এর ২০ নম্বর নেক আমলে এই ফযীলত পাওয়ার জন্য বলেছেন: আজ কি আপনি কমপক্ষে একবার করে তাহিয়্যাতুল অযু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করেছেন?

আপনারাও নিয়ত করে নিন যে, যখনই অযু করবেন যদি মাকরুহ সময় না হয় তবে দুই রাকাত “তাহিয়্যাতুল অযু”র নামায আদায় করবো, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** প্রতিদান ও সাওয়াবের ভান্ডার হাতে আসবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

পনের বছর পর্যন্ত রাতে কুরআনুল করীম খতম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** অনেক বেশি ইবাদত ও রিয়াযত এবং কুরআনুল করীম তিলাওয়াত করতেন। যেমনটি বর্ণিত আছে, হযুরে গাউসে সাকালাইন **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** পনের বছর পর্যন্ত সারারাতে কুরআনে পাক খতম করতে থাকেন। (বাহজাতুল আসরার, ১১৮ পৃষ্ঠা)

অনুরূপভাবে এটাও বর্ণিত আছে, তিনি **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। (তাক্বরীছুল খাতির, ৩৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে কারো মনে এই প্রশ্ন সৃষ্টি হলো যে, আমরা তো যখনই ইবাদত করতে শুরু করি তখন কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে যাই, তাছাড়া আমাদের মনও পুরোপুরি ইবাদতে লাগে না আর বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হয়না, কিন্তু এই বুয়ুর্গানে দ্বীনরা **رَحْمَةُ اللَّهِ الْبُيِّنِ** এত বেশি ইবাদত কিভাবে করতেন এবং তাঁদের অন্তরে ইবাদতের এতো

আগ্রহ কিভাবে সৃষ্টি হতো? এর উত্তর হলো: নেককার বান্দাদের অন্তর আল্লাহ পাকের ভালবাসা ও তাকওয়া দ্বারা সমৃদ্ধ হতে থাকে, তাঁরা তাঁদের অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসাকে বের করে দেয়, তাঁদের রুহ আল্লাহর যিকির ব্যতীত ব্যাকুল থাকে, তাই তাঁরা সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকে এবং বান্দার এই মর্যাদা ইবাদত ও রিয়াযতে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। বুয়ুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللَّهِ السَّيِّئِينَ জীবনি পর্যালোচনা করলে জানা যায়, তাঁরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা ও দুনিয়ার ভালবাসাকে অন্তর থেকে বের করার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করা ও রিয়াযত করতেন।

শীতের রাতে চল্লিশবার গোসল

বাহজাতুল আসরার শরীফে রয়েছে: শাহানশাহে বাগদাদ হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি “কারাখ” এর জঙ্গলে বহুবছর ছিলাম, গাছের পাতা ও ফল দ্বারা আমার সময় অতিবাহিত হতো। আমাকে পরিধান করার জন্য প্রতি বছর এক লোক উলের একটি জুবা এনে দিতো, যা আমি পরিধান করতাম। আমি দুনিয়ার ভালবাসা থেকে মুক্তি অর্জন করার জন্য হাজারো কষ্ট সহ্য করেছি, আমি গোপন ছিলাম, আমার নিরবতার কারণে মানুষেরা আমাকে বোবা ও পাগল বলতো, আমি কাটার উপর খালি পায়ে হাটতাম, ভয়ঙ্কর গুহায় ও ভয়ানক উপত্যকায় নির্দিধায় চলে যেতাম। দুনিয়া সাজসজ্জা করে আমার সামনে প্রকাশিত হতো কিন্তু الْحَمْدُ لِلَّهِ আমি এর প্রতি মনোযোগই দিতামনা। আমার নফস কখনো আমার সামনে বিনয় করতো যে, আপনার যা ইচ্ছা হবে তাই করবো আর কখনো আমার সাথে ঝগড়া করতো। আল্লাহ পাক আমাকে তার উপর বিজয় নসীব করেছেন। আমি

অনেক বছর ‘মাদায়িনে’র মুর্শুভূমিতে ছিলাম আর নিজের নফসকে মুজাহিদায় লাগিয়ে রাখতাম। এক বছর পর্যন্ত পতিত খাবার খেতাম অতঃপর এক বছর কোন কিছু পানাহার না করেই উপবাস অতিবাহিত করলাম। আমার উপর কঠিন পরীক্ষা এলো। একবার প্রচণ্ড শীতের রাতে আমার এভাবে পরীক্ষা নেয়া হলো যে, বারবার চোখ লেগে যেতো আর আমার উপর গোসল ফরয হয়ে যেতো। আমি সাথেসাথেই নদীতে আসতাম ও গোসল করতাম, এভাবে সেই একরাতে আমি চল্লিশবার গোসল করেছি। (বাহজাতুল আসরার, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

বিপদ দূর হওয়ার আমল

হযরত আল্লামা ইমাম শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ “তাবকাতুল কুবরা”য় হযুর গাউসুল আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই মহান বাণী উদ্ধৃত করেন: “প্রাথম দিকে আমার প্রতি খুবই কঠোরতা রাখা হয়েছিলো আর যখন কঠোরতা চরম পর্যায়ে পৌঁছলো তখন আমি ক্লান্ত হয়ে মাটিতে শুয়ে যেতাম এবং আমার মুখে কুরআনে পাকের এই দুই আয়াতে মুবারাকা অব্যাহত হয়ে গেলো:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(পারা ৩০, সূরা আলাম নাশরাহ, আয়াত ৫-৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে, নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

الْحَمْدُ لِلَّهِ এই আয়াতের বরকতে সেই সকল কঠোরতা আমার কাছ থেকে দূর হয়ে গেলো। (আততাবকাতুল কুবরা, ১/১৭৮)

আমরাও চেষ্টা করি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের গাউসুল আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন প্রতিপালকের নৈকট্য লাভ ও তাঁর নানাজান

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে খুশি করা, নফস ও শয়তানের উপর প্রাধান্য লাভ, দুনিয়ার ভালবাসার পিছু ছাড়ানো, গুনাহের রোগ থেকে নিজেকে বাঁচানো, সৃষ্টি জগতের খোদাকে সরাসরি পেতে, মুবািল্লিগের মর্যাদা পেতে, দুনিয়ায় নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে ও অসংখ্য কাফেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করানোর জন্য বছরের পর বছর পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন। যাইহোক আমরা হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ন্যায় মুজাহিদা তো করতে না পারলেও হিম্মত না হেরে সামান্য চেষ্টা তো অব্যাহত রাখি।

ঋণ আদায়

হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী, কুতুবে রাব্বানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একদিন জঙ্গলে বসে ফিকাহের কিতাব অধ্যয়ন করছিলাম, এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো, ফিকাহের জ্ঞানার্জন ও অন্যান্য জ্ঞান অর্জনের জন্য কিছু টাকা নিয়ে নাও। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি বললাম, “অভাবের অবস্থায় কিভাবে ঋণ নিতে পারি অথচ আমার নিকট ঋণ পরিশোধ করার কোন উপায় নেই?” তখন আওয়াজ এলো: “তুমি ঋণ নাও, পরিশোধের দায়িত্ব আমার।” একথা শুনে আমি খাবার বিক্রেতার কাছে গিয়ে বললাম যে, আমি তোমার সাথে এই শর্তে ব্যাপারাদী সম্পাদন করতে চাই যে, যখন আমাকে আল্লাহ পাক সুযোগ দান করবেন তখন আমি তোমার টাকা পরিশোধ করে দিবো, একথা শুনে সে কেঁদে কেঁদে বললো: আমার মুনিব! আমি ঐ সকল জিনিস উপস্থাপন করার জন্য প্রস্তুত যা আপনি চাইবেন, অতএব আমি তার কাছ থেকে অনেকদিন পর্যন্ত এক দেড়টি রুটি ও কিছু তরকারি নিতে থাকি, কিন্তু আমার এরূপ প্রচণ্ড চিন্তা সর্বদা লেগে থাকতো যে, যখন

আমার মাঝে সামর্থ্যই নেই, তবে আমি এই টাকা কোথা থেকে পরিশোধ করবো। এরূপ চিন্তা অবস্থায় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো যে, অমুক স্থানে চলে যাও, সেখানে যা কিছু বালির উপর পড়ে থাকতে পারে তা নিয়ে খাবার বিক্রেতার ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং নিজের প্রয়োজনীয়তাও সম্পাদন করতে থাকো, অতএব যখন আমি বর্ণিত স্থানে পৌঁছলাম তখন সেখানে আমি বালির উপর পড়ে থাকা স্বর্ণের একটি বড় টুকরা পেলাম, যা আমি নিয়ে হোটেল ওয়ালার সব পাওনা হিসাব করে পরিশোধ করে দিলাম। (হায়াতে গাউসে আযম, ৪৪ পৃষ্ঠা)

বিপদাপদ মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের গাউসে আযম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর উপর কিরূপ কঠোরতা ও বিপদাপদ এসেছে, কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ধৈর্যধারন করে অটলতার সহিত ইবাদত ও রিয়াযতে লিপ্ত থাকেন তো আল্লাহ পাক তাঁকে অদৃশ্য থেকে রিযিক দান করেন। মনে রাখবেন! আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার প্রতি বিপদ অবতীর্ণ করে তাকে পরীক্ষা করেন, যদি সে এতে ধৈর্যধারন করে তবে এই বিপদাপদ তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়, যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ পাক যার মঙ্গল চান, তাকে বিপদে লিপ্ত করে দেন।” (বুখারী, কিতাবুল মরযী, ৪/৪, হাদীস ৫৬৪৫)

হযরত সুহাইব রুমি رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম, রাউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “মুমিনের ব্যাপারাদী আশ্চর্যজনক যে, তার সকল ব্যাপারাদী কল্যাণ সম্বলিত আর এটা শুধু ঐ মুমিনের জন্য যার সমৃদ্ধি অর্জিত হয়ে থাকে তো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, কেননা তার

জন্য এটাই উত্তম ও যদি অভাব পৌঁছে তবে ধৈর্যধারন করে, এটাও তার জন্য উত্তম। (মুসলিম, কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রিকাক, ১৫৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৯৯৯)

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যখন বান্দার আল্লাহ পাকের নিকট কোন মর্যাদা নির্ধারিত হয় আর সে ঐ মর্যাদা পর্যন্ত কোন আমল দ্বারা পৌঁছাতে পারে না, তবে আল্লাহ পাক তাকে শরীর, সম্পদ বা সন্তান দ্বারা পরীক্ষায় লিপ্ত করে দেন, অতঃপর তাকে এই কষ্টে ধৈর্যধারনের তৌফিক দান করেন, এমনকি সে আল্লাহ পাকের নিকট তার জন্য নির্ধারিত মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

(আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়িয, ৩/২৪৬, হাদীস ৩০৯০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সকল কাজে হাজারো হিকমত লুকায়িত থাকে, যা আমাদের জ্ঞানে আসে না, কখনো কখনো তো আল্লাহ পাক বিপদ অবতীর্ণ করে নিজের বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন আর যখন সে ধৈর্যধারন করে তখন তার গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন আর অনেক সময় এই বিপদাপদের পেছনে আমাদের খারাপ কাজও হয়ে থাকে।

বিপদাপদের কারণ আমাদের কৃতকর্ম হয়ে থাকে

আমীরুল মুমিনিন হযরত আলীউল মুরতাদা كَرَّمَهُ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم বলেন: আমি তোমাদের আল্লাহ পাকের কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আয়াতের সংবাদ দিচ্ছি, যা আমাকে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا

كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿١٠٦﴾

(পারা ২৫, সূরা শূরা, আয়াত ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তোমাদেরকে যে মুসীবত স্পর্শ করেছে তা তাঁরই কারণে, যা তোমাদের হাতগুলো উপার্জন করেছে এবং বহু কিছুতো তিনি ক্ষমা করে দেন।

(রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার সামনে এই আয়াত তিলাওয়াত করার পর ইরশাদ করেন:) হে আলী! আমি এর তাফসীর বর্ণনা করছি, তোমার দুনিয়ায় যে রোগ, শাস্তি বা কোন বিপদ আসে, তা এই কারণেই, যা তোমাদের হাতে কামানো, তবে আল্লাহ পাক তা থেকে অনেক বেশি দয়ালু যে, আখিরাতে দ্বিতীয়বার শাস্তি দিবেন না এবং আল্লাহ পাক যখন দুনিয়ায় তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন তবে তিনি এর চেয়েও অনেক বেশি দয়ালু যে, ক্ষমা করার পর আর শাস্তি দিবেন না। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১/১৮৫, হাদীস ৬৪৯)

আখিরাতের বিপদ সহ্য হবেনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাক থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যদি আমাদের উপর কখনো কোন বিপদ এসে যায় তবে অধৈর্য হওয়ার পরিবর্তে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের এই মানসিকতা বানানো উচিত যে, সম্ভবত আমার গুনাহের শাস্তি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। এতে আশা করা যায় যে, ধৈর্যধারণ করা সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ! মৃত্যুর পর হওয়া শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি খুবই সহজ, দুনিয়ার বিপদ মানুষ সহ্য করেই নেয় কিন্তু আখিরাতের বিপদ সহ্য করা অসম্ভব। অতএব যখনও কোন বিপদ এসে যায়, যদিও তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেকারত্ব বা অসুস্থতা দূর না হয় কিংবা সমস্যার সমাধান না হয় তবে সাহস হারাবেন না এবং প্রতিটি মুহুর্তে ধৈর্য, ধৈর্য এবং ধৈর্যধারণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

খাওয়া ছেড়ে দিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর নিকট ইবাদত ও রিয়াযতের এমন হিম্মত ছিলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ খাবারও এই নিয়তে খেতেন যে, এর মাধ্যমে যেনো ইবাদতের শক্তি অর্জিত হতে পারে। যেমনটি হযরত আব্দুল্লাহ সালামী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী, কুতুবে রাব্বানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ আমাকে তাঁর একটি ঘটনা এভাবে শুনিয়েছেন: যখন আমি শহরের একটি মহল্লা “কুতবিয়া শরকী”তে বসবাস করতাম তখন আমার উপর কয়েকদিন এমন অতিবাহিত হয়েছিলো যে, না তো আমার নিকট খাবারের কোন জিনিস ছিলো আর না কিছু কেনার সামর্থ্য ছিলো, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি হঠাৎ আমার হাতে কাগজ দিয়ে মোড়ানো এই পুটলি দিয়ে চলে গেলো এবং আমি এর মধ্যে থাকা টাকা দিয়ে হালুয়া পরটা কিনে মসজিদে পৌঁছে গেলাম এবং কিবলামুখি হয়ে এই চিন্তায় ডুবে গেলাম যে, এগুলো খাবো কি খাবো না। এমন সময় মসজিদের দেয়ালে রাখা কাগজের উপর আমার দৃষ্টি পড়লো তখন আমি উঠে গিয়ে তা পড়লাম তাতে এটা লিখা ছিলো যে, “আমি দুর্বল মুমিনের জন্য রিযিকের চাহিদা সৃষ্টি করেছি যাতে সে বান্দেগীর জন্য এর মাধ্যমে শক্তি অর্জন করতে পারে।” তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: এই লেখা দেখে আমি আমার রুমাল উঠিয়ে নিলাম ও খাবার রেখে দিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বের হয়ে এলাম। (সীরাতে গাউসে আযম, ৪৬ পৃষ্ঠা)

এ থেকে জানা গেলো, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ততক্ষণ পর্যন্ত খাবার খেতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থা হয়ে যেতেনা যে, এখন খাওয়া ব্যতীত দুর্বল হয়ে যাবো ও ইবাদতের শক্তি অবশিষ্ট থাকবে না,

তাই তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ দুই রাকাত নামায পড়লেন যে, এখনো তো ইবাদতের শক্তি অবশিষ্ট আছে এবং সেই খাবার সেখানেই রেখে দিতেন। জানা গেলো, খাবার খাওয়ার উদ্দেশ্য ও নিয়ত এটাই হওয়ার উচিত যে, এর মাধ্যমে যেনো আল্লাহর ইবাদতের উপর শক্তি অর্জন হয়। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ ও আউলিয়ায়ে এজামের رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ মধ্যে অনেকে কয়েক দিন পর্যন্ত খাবার খেতেন না, যেমনটি হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ছয়দিন পর্যন্ত কিছুই আহাৰ করতেন না, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ সাতদিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকতেন, হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম ও হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا প্রতি তিনদিন পর পর খাবার খেতেন। এই সকল মনিষিরা ক্ষুধার মাধ্যমে আখিরাতের পথে চলতে সাহায্য অর্জন করতেন। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৯৮)

আর এর বিপরীতে আজ আমাদের অবস্থা এমন যে, শুধু নফসের স্বাদ গ্রহণের জন্য খাওয়া হয় এবং সময়ে অসময়ে প্রত্যেক ধরনের জিনিস পেটে ঢালতেই থাকে। হায়! আমাদেরও যেনো ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার মানসিকতা হয়ে যায় এবং আমরাও যেনো শুধুমাত্র এতটুকু খাই যাতে আল্লাহ পাকের ইবাদতে জন্য শক্তি অর্জন হয়। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ এতে দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ অর্জন হবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

গাউসে আযম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ইবাদতের অবস্থা

তাঁর আল্লাহ পাকের ইবাদতের প্রতি এমন আবেগ ছিলো যে, মুজাহেদা ও রিয়াযতের পর যখন তিনি দ্বীনি প্রচারের জন্য সংগ্রাম শুরু করলেন তখন ও ইবাদতের আগ্রহে কোনরূপ পার্থক্য এলো না। তিনি

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

সর্বদা অযু অবস্থায় থাকতেন, যখন অযু ভঙ্গ হয়ে যেতো তখনই তাজা অযু করে নিতেন এবং দুই রাকাত “তাহিয়্যাতুল অযু” পড়ে নিতেন। রাত্রি জাগরণের অবস্থা এমন ছিলো যে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইশার নামাযের অযু দ্বারা ফজরের নামায পড়েছিলেন। পনের বছর পর্যন্ত অবস্থা এমন ছিলো যে, ইশার নামাযের পর এক পায়ে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কুরআন শরীফ পাঠ করতে করতে সকাল হয়ে যেতো। প্রায় রাতের তৃতীয়াংশে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করতেন, প্রতি রাকাতে সূরা আর রহমান বা সূরা মুযাম্মিল তিলাওয়াত করতেন, যদি “সূরা ইখলাস” পাঠ করতেন তবে এর সংখ্যা একশ এর কম হতো না, যদি মানবীয় সত্তার কারণে ঘুমানো প্রয়োজন হতো তবে রাতের প্রথম ভাগে সামান্য ঘুমিয়ে নিতেন অতঃপর তাড়াতাড়ি উঠে আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন, মোটকথা তাঁর রাত মুরাকাবা, মুশাহেদা ও আল্লাহ পাকের স্মরণে অতিবাহিত হতো, ঘুম তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে থাকতো। স্বয়ং তিনি নিজেই বলেন: রাতের বেলা কখনোই ইবাদতের স্থান থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসতেন না, যদিও খলিফাই সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হতোনা কেন। অধিকহারে রোযা রাখতেন, অনেক সময় গাছের পাতা, জঙ্গলি ফল এবং পতিত মুবাহ জিনিস দ্বারা রোযার ইফতার করতেন। মোটকথা কিয়ামুল লাইল ও সায়িমুন নাহার থাকা (অর্থাৎ রাতে জাগ্রত থাকা ও দিনে রোযা রাখা) তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো।

আসলেই আল্লাহ পাকের ভালবাসা যাঁর রন্দ্রে রন্দ্রে মিশে গেছে ও যাঁর অন্তরে ভালবাসার সমুদ্র ঢেউ তুলে যাচ্ছে, তাঁর ঘুম কিভাবে আসবে। যখন উদাসীন পৃথিবী ঘুমে স্বাদ অনুভব করছে তখন আল্লাহকে ভালবাসা পোষণকারী কিয়াম, রুকু ও সিজদার মাধ্যমে আপন প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে ও তাঁর নৈকট্য অর্জন করে থাকে।

এমনই নেককার লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
(পারা ২১, সূরা সিজদা, আয়াত ১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাদের পার্শ্বদেশগুলো পৃথক থাকে শয্যাসমূহ থেকে এবং আপন রবকে ডাকতে থাকে ভীত ও আশাবাদী হয়ে।

এমনই অবস্থা হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ছিলো যে, তিনি তাঁর রাত আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। শায়খ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবি আল ফাতিহ হারভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা হলো: আমি তাঁর খেদমতে কয়েক রাত ঘুমিয়েছিলাম, তাঁর এই অবস্থা ছিলো যে, রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নফল নামায পড়তেন অতঃপর যিকির করতেন ও ওযীফা পাঠ করতে থাকতেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি যে, কখনো তাঁর শরীর পাতলা হয়ে যেতো, কখনো মোটাসোটা, কোন সময় আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতেন অতঃপর কিছুক্ষণ পর এসে যেতেন এবং কুরআনে করীম পাঠ করতেন এমনটি রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে যেতো, সিজদা অনেক দীর্ঘ করতেন, নিজের চেহারাকে মাটির সাথে ঘর্ষন করতেন, তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং মুরাকাবা ও মুশাহেদায় ফজর পর্যন্ত বসে থাকতেন অতঃপর খুবই বিনয় ও একাগ্রতার সহিত দোয়া করতেন, তখন তাঁকে এমন নূর ঢেকে নিতো যে, দৃষ্টির অদৃশ্য হয়ে যেতেন, একপর্যায়ে ফজরের নামাযের জন্য নির্জনবাস থেকে বের হতেন। (বাহজাতুল আসরার, ২৫০ পৃষ্ঠা। সীরাতে গাউসে আযম, ১৪১-১৪২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ সারারাত একনিষ্ঠতা ও অটলতার সহিত ইবাদত ও রিয়াযত করতেন এবং দিনে রোযা রাখতেন। হায়! আমাদেরও যেনো বুয়ুর্গানে দ্বীনদের সদকায় অটলতার সহিত ইবাদতের সৌভাগ্য নসীব হয়ে

যায়। সাধারণত মানুষেরা কিছুদিন পর্যন্ত ইবাদত ও রিয়াযত, কুরআনে পাকের তিলাওয়াত, যিকির ও দরুদ আধিক্যের সহিত অন্যান্য নেক আমল করতে থাকে, কিন্তু পরবর্তিতে শয়তানের প্রতারনায় পড়ে নেকী থেকে দূরে ও গুনাহে ভরা জীবনে লিপ্ত হয়ে যায়। যদি আমরা ইবাদতে অটলতা চাই তবে সর্বদা আমাদের নিজের জীবনের উদ্দেশ্যকে সামনে রাখতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, এরপর আমাদের মরতেও হবে, সুতরাং ১৮তম পারা সূরা মুমিনূনের ১১৫নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

أَفَحَسِبْتُمْ أَننَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا
وَأَنكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

(পারা ১৮, সূরা মুমিনূন, আয়াত ১১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে তোমরা কি একথা মনে করছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে না?

সদরুগল আফাযিল হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নইমউদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে বলেন: (তোমরা কি) আখিরাতে প্রতিদানের জন্য উঠবে না বরং তোমাদেরকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তোমাদের উপর ইবাদতকে আবশ্যিক করো এবং আখিরাতে তোমরা আমার দিকে ফিরে আসো তবে তোমাদের আমলের প্রতিদান দিবো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর ইবাদত ও মারেফাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আফসোস! আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে দুনিয়াকেই সব কিছু মনে করে নিয়েছি এবং এর ভালবাসায় এমনভাবে মগ্ন হয়ে গেছে যে, হুকুকুল্লাহ পালনের সামান্যতম অনুভূতিও নেই, মনে রাখবেন! দুনিয়া হলো আখিরাতের শষ্যক্ষেত্র, এতে যা বপন করবে আখিরাতে প্রতিদান হিসেবে কাটবে। যদি

নেক আমলের মাধ্যমে এই ক্ষেতকে সেচ দিন তবে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ আখিরাতে জান্নাতের উচ্চ নেয়ামতের অংশীদার হবে এবং যদি আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করে গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করে তবে আল্লাহ পাকের অসম্ভ্রষ্টি অবস্থায় জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হবে। অতএব আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ও নিজের সন্তান সন্ততির প্রয়োজন অনুযায়ীই সম্পদ উপার্জন করা উচিত এবং নিজেকে দুনিয়ায় একজন মুসাফির মনে করা উচিত যে, যেভাবে মুসাফির নিজের সফরের জন্য খুবই কম পাথেয় সাথে নিয়ে যায় যে, বোঝা বেশি বড় হলে তবে তা নিজের কাঁধে নেয়া অবস্থায় বোঝার কারণে কষ্ট হবে, অনুরূপভাবে দুনিয়াবী জীবনও আসলে আখিরাতে দিকে একটি সফরই তো, অতএব আমাদের উচিত, এই সফরে দুনিয়ার নশ্বর স্বাদ ও আরাম আয়েশের বোঝা বহন করার পরিবর্তে প্রয়োজন অনুযায়ীই বহন করা এবং নেক আমল অধিক পরিমাণে পাথেয় হিসেবে নিজের সাথে নিয়ে যাওয়া।

নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান হলো সেই লোক, যে জান্নাতের স্থায়ী নেয়ামতের প্রতি দৃষ্টি রেখে দুনিয়ার অস্থায়ী কষ্টে ধৈর্যধারন করে এবং নেক আমলের পথে আসা সকল বিপদাপদকে সহ্য করে আল্লাহ পাকের হুকুম সমূহ আদায় করে, এরূপ সৌভাগ্যবানদের মুবারক হোক যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত ও উপহার দ্বারা ধন্য করে থাকেন, সমস্ত বিপদাপদ থেকে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, তাদেরকে নিজের নৈকট্য দান করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: হে বৎস! আমি কি তোমাকে এমন বিষয় ইরশাদ করবো না, যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তোমাকে উপকৃত

করবেন? আল্লাহর হুকুম সমূহের হিফায়ত করো, আল্লাহ পাক তোমার হিফায়ত করবেন। আল্লাহর হুকুম সমূহের হিফায়ত করো, আল্লাহ পাককে নিজের সামনে পাবে। (অর্থাৎ তোমার কাজকর্মে তাঁর সাহায্য অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তোমার কাজ সহজ হবে। (মিরকাত, ৯/১৬২)) সমৃদ্ধশালী অবস্থায় আল্লাহ পাককে স্মরণ করো, তিনি কঠোরতা ও প্রচণ্ডতায় তোমাকে স্মরণ করবে। যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহ পাকের নিকট চাও, আর যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহ পাকের নিকট চাও। কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হওয়ার কলম তা লিখে শুকিয়ে গেছে এবং যা কিছু আল্লাহ পাক তোমার ভাগ্যে রাখেননি তা সবলোক মিলেও তোমাকে দিতে পারবে না আর যে জিনিষ আল্লাহ পাক তোমার ভাগ্যে রেখেছেন তা সবলোক মিলেও তোমার কাছ থেকে আটকাতে পারবেনা। অতএব আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য বিশ্বাসের সহিত আমল করো আর জেনে নাও, অপছন্দনীয় বিষয়ে ধৈর্যধারণ করা অনেক বড় কল্যাণের কাজ আর সাহায্য ধৈর্যধারণ করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়, প্রশস্ততা ও সমৃদ্ধি অভাবের সাথে হয়ে থাকে আর প্রত্যেক অভাবের পর সহজতা রয়েছে।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১/৬৫৯, হাদীস ২৮০৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

শয়তানের সাথে মোকাবেলা

পীরদের পীর, পীর দস্তগীর, রওশন যমীর, কুতুবে রাব্বানী, মাহবুবে সুবহানী, পীরে লাসানী, পীরে পীরাঁ, মীরে মীরাঁ, আশ শায়খ আবু মুহাম্মদ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ नेयामतेर कृतज्ञता ज्ञापनेर जन्य ओ डालबासा पोषनकारीदेर उपदेश देयार जन्य बलेनः आमि यखन रातदिन जङ्गले थकताम, शयतान भयङ्कर आकृतिते विभिन्न हातियार सहकारे सज्जित हये बाहिनी निये आमार उपर आक्रमन

করতো, আমার উপর আগুন বর্ষন করতো, আমি আল্লাহ পাকের সাহায্যে তাদের পেছনে দৌড়তাম, তখন তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পালিয়ে যেতো। কখনো শয়তান একা এসে আমাকে বিভিন্ন ভাবে ভয় দেকাতো, ধমকাতো এবং বলতো এখান থেকে চলে যাও, আমি তাকে জোরে থাপ্পড় মেরে দিতাম তখন সে পালিয়ে যেতো। অতঃপর আমি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ পাঠ করতাম, তখন সে পুড়ে যেতো। (বাহজাতুল আসরার ওয়া মা'দানিল আনওয়ার, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ শরীফের বরকত

জানা গেলো, “ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ” পাঠ করা শয়তানকে তাড়ানোর অনন্য উপায়, তাই যখনই শয়তানী কুমন্ত্রণা বান্দাকে ঘিরে নিবে তখন তার উচিৎ, সাথেসাথেই “ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ” পাঠ করা, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** অভিশপ্ত শয়তানের মুখ কালো হবে। প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** লিখেন: সূফীয়ানে কিরাম **رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَام** বলেন: যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যা একুশবার (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ) পানিতে ফুক দিয়ে পান করে নিবে তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকবে।

(মিরাতুল মানাজ্জিহ, ১/৮৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

গাউসে আযম **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এর খোদাভীতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ ওয়ালাদের সর্বদা এই ওযীফা ছিলো যে, অসংখ্য নেকী করা ও গুনাহ থেকে বাঁচার পরও তাঁরা অনেক খোদাভীতি পোষন করতেন। শাহানশাহে বাগদাদ হুযুরে গাউসে পাক **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ**ও অনেক খোদাভীতি পোষণ করতেন, অতএব হযরত শায়খ

শরফুদ্দীন সা'দী শিরায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে হেরেমে কাবায় দেখলাম যে, কঙ্করের উপর মাথা রেখে আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করছেন: “হে দয়ালু আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং যদি আমি শান্তির উপযুক্ত হই তবে কিয়ামতের দিন আমাকে অন্ধ করে উঠাও, যাতে নেককার লোকদের সামনে লজ্জিত হতে না হয়।” (গুলিস্তানে সা'দী, ৫৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো যে, হযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দিনরাত আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকার পরও এরূপ বলছেন যে, হে আল্লাহ পাক! যদি আমি তোমার দরবারে শান্তির উপযুক্ত হই তবে কিয়ামতের দিন আমাকে অন্ধ করে উঠাও, যাতে হাশরবাসীর সামনে লজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারি। নিঃসন্দেহে যাদের মাঝে আসলেই খোদাভীতি থাকে, চাই তাঁরা যতই নেক আমল করুক না কেন কিন্তু নিজের নেকীর উপর ভরসা করে আখিরাতের চিন্তা থেকে উদাসীন হতেন না এবং সর্বদা খোদাভীতিতে কাঁপতে থাকতেন। মনে রাখবেন! এই দুনিয়াবী জীবনের আলো বলমলে পরিবেশ, আনন্দ খুশিতে মত্ত হয়ে আখিরাতের হিসেবের ব্যাপারে উদাসীনতার শিকার হয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে মূর্খতা। নিশ্চয় খোদাভীতি আমাদের আখিরাতের মুক্তির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ইবাদত করা ও নিষিদ্ধ বিষয়াদী থেকে বিরত থাকার মহান মাধ্যম হলো খোদাভীতি। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ” অর্থাৎ হিকমতের উৎস হলো আল্লাহ পাকের ভয়।” (শুয়াবুল ইমান, ১/৪৭০, হাদীস ৭৪২)

আমাদের মুক্তি এতেই যে, আমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আহকামের উপর আমল করে নিজের জন্য

নেকীর ভাভার জমা করা ও গুনাহ করা থেকে বিরত থাকা। এই মহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একজন মুসলমানের অন্তরে খোদাভীতি থাকা খুবই জরুরী। যেমনটি আল্লাহ পাক ৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের ১৭৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

﴿١٧٥﴾ وَخَافُونَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমাকে ভয় করো যদি ঈমান রাখো।

হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খায়িয়নুল ইরফানে এই আয়াতে পাকের আলোকে বলেন: কেননা ঈমানের উদ্দেশ্যই এটাই যে, বান্দার মাঝে আল্লাহরই ভয় হওয়া। অপর এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ

﴿١٧٦﴾ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদাররা! আল্লাহকে ভয় করো যেমনিভাবে তাঁকে ভয় করা অপরিহার্য এবং কখনো মৃত্যুবরণ করো না, কিন্তু মুসলমান (হয়ে)।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে কুরআনে করীমে খোদাভীতির গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে তেমনিভাবে হাদীসে মুবারাকায়ও বিভিন্ন স্থানে খোদাভীতির ফযীলত এবং এর আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে, অতএব নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানো ও অন্তরে খোদাভীতি জাগানোর জন্য কয়েকটি হাদীসে মুবারাকা শুনুন।

হযরত আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন; তাকে আগুন থেকে বের করো, যে আমাকে কখনো স্মরণ করেছিলো বা কোন স্থানে আমাকে ভয় করেছিলো।” (শয়ারুল ঈমান, ১/৪৬৯, হাদীস ৭৪০)

রাসূলে পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “যে আল্লাহ পাককে ভয় করে, সকল জিনিস তাকে ভয় করে এবং যে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে তবে আল্লাহ পাক তাকে প্রত্যেক জিনিসে ভীত করে দেন।” (শুয়াবুল ইমান, ১/৫৪১, হাদীস ৯৭৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকা ও হাদীসে মুবারাকা শুনে হায়! যদি আমাদের অন্তরে বিদ্যমান উদাসীনতার চাদর ছিড়ে যেতো এবং রহমতের আশার পাশাপাশি আমাদের যেনো সঠিকভাবে খোদাভীতিও নসীব হয়ে যেতো, আপন প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি থেকে সর্বদা যেনো দূরে থাকে আর হায়! আমাদের যেনো মৃত্যুর কঠোরতা, মৃত্যুর তিজতা, কবরের অন্ধকার এবং ভীতি, কিয়ামতের ময়দানে ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি গ্রেফতারের ভয়ে সর্বদা কম্পমান ব্যক্তি হয়ে যাই।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

ভয়ের তিনটি স্তর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খোদাভীতি একটি অন্তরের অবস্থার নাম আর এই অবস্থা প্রত্যেক মানুষের অন্তর হিসেবে ভিন্ন হয়ে থাকে, যেমনটি হযরত ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** তার গবেষণার আলোকে খোদাভীতির তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন:

(১) যয়িফ (তখা দুর্বল), এটি হলো সেই ভয়, যা মানুষকে কোন নেকীর কাজ করা ও গুনাহ ছেড়ে দেয়ার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করার শক্তি রাখেনা, যেমন; জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা শুনে শুধুমাত্র শিহরণ জাগিয়েই রয়ে যাওয়া অতঃপর আবারো উদাসীনতা ও গুনাহে গ্রেফতার হয়ে যাওয়া।

(২) মু'তাদাল (তথা মধ্যম), এটি সেই ভয়, যা মানুষকে কোন নেকীর কাজ করা ও গুনাহ ছেড়ে দেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার শক্তি রাখে, যেমন; আখিরাতে আযাবের কথা শুনে তা থেকে বাঁচার জন্য আমলীভাবে চেষ্টা করা এবং এর পাশাপাশি আল্লাহ পাকের নিকট রহমতের আশাও পোষণ করা।

(৩) কভী (অর্থাৎ শক্ত), এটি হলো সেই ভয়, যা মানুষকে নিরাশা, বেহুঁশী এবং অসুস্থতা ইত্যাদিতে লিপ্ত করে দেয়। যেমন; আল্লাহ পাকের আযাব ইত্যাদি শুনে নিজের ক্ষমা লাভ করা থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া।

এটাও মনে রাখবেন, এসবের মধ্যে উত্তম স্তর হলো “মু'তাদাল” তথা মধ্যমটি, কেননা ভয় এমন এক চাবুকের মতো, যা কোন প্রাণীকে দ্রুতগতিতে চালানোর জন্য মারা হয়, অতএব যদি এই চাবুকের আঘাত এতই “দূর্বল” হয় যে, প্রাণীর গতিতে সামান্য পরিমাণও বৃদ্ধি হয়না, তবে তা কোন উপকারী নয় আর যদি এই আঘাত এত “শক্তিশালী” হয় যে, প্রাণী এর আঘাত সহ্য করতে পারে না এবং এত ক্ষত হয়ে যায় যে, তার জন্য চলাও সম্ভব হয়না, তবে এটাও উপকারী হয়না আর যদি এই আঘাত “মাধ্যম” হয় যে, প্রাণীর গতিও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং সে ক্ষতও না হয়, তবে এই আঘাত খুবই উপকারী সাব্যস্ত হয়।

(ইহইয়াউল উলুম, ৪/১৯২)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফয়যান দ্বারা সমৃদ্ধ করুক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা করুক। آمين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ